সংবাদ

তারিখ ... 25 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে আইন হচ্ছে

——— শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শীঘ্রই আইন করে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করা হবে এবং কোচিং বাণিজ্যের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে সেকায়েপ আয়োজিত পাঠাভ্যাস উন্নয়নে সেরা সংগঠক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সেকায়েপের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মাহামুদ-উল-হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসেন, মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. এসএস ওয়াহিদুজ্জামান এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ

কোচিং : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

কোচিং : বাণিজ্য

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

আবু সাইদ প্রমুখ। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই আইন করে দেশের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া হবে। অল্প পড়ে ভালো ফলাফলের চাটুকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁসের প্রলোভন দিয়ে আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অভ্যাসকে নষ্ট করে দিচ্ছে কোচিং ব্যবসায়ীরা।

শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা আপনাদের সমস্যার কথা শুনেছি। আপনাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বেতন দ্বিগুণ করে দিয়েছি। এরপরেও আপনারা কোচিং বাণিজের সঙ্গে জড়ালে আপনাদের ছাড় দেয়া হবে না। যারা এমন কাজ করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন শিক্ষক পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীদের অসাদুপায় অবলম্বন করতে সহায়তা করলে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এমনকি তাদের এমপিও বাতিল করার ঘোষণা দেন তিনি।

জিপিয়ে-৫ পাওয়ার হার কমে যাচ্ছে এমন তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, কোন মানুষকে রেজাল্ট দিয়ে নয় বরং তার দক্ষতা দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়। আমরা জিপিয়ে ৫ কিংবা গোল্ডেন জিপিয়ে ৫ নয় বরং নৈতিক ও দেশপ্রেমিক আগামী প্রজন্ম চাই। যা বেড়ে উঠবে সত্য ও নৈতিকতার ভিত্তির উপরে। তাই খাতা ওজন করে খাতায় নম্বর দেওয়ার প্রথা বন্ধ করা হয়েছে। ফলে জিপিয়ে ৫ কমলেও শিক্ষার মান বাড়ছে। যারা খাতা ওজন করে নম্বর দিবেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বই পড়া কর্মসূচিকে একটি আন্দোলন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যায় আলোকিত, কার্যক্রম, উচ্চমূল্যবোধ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা। তাদের জাতীয় শক্তি হিসেবে সংঘবদ্ধ করা এবং দেশের অপামর মানুষের চিত্তের সার্বিক আলোকায়ন ঘটানোর লক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়োজিত।

উল্লেখ্য যে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও শিক্ষা মন্ত্রনালয় ২০১০ সাল থেকে পাঠাভ্যাস উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের ৬৪ জেলার ২৫০টি উপজেলায় প্রায় ১২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কর্যক্রম চালিয়ে আসছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিয়ানদের পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করে আসছে। তার ধারাবাহিকতায় গতকাল ঢাকা বিভাগের ৪৪টি উপজেলার ১৭৫জন লাইব্রেরিয়ানকে সেরা সংগঠক সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ভি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর